তাফসীর শাস্ত্রে
আহমদ রেযা (র.)

মূল : আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.)
অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নোমান
সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায় :
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)

মূল

ফয়েজে মিল্লাত, আফতাবে আহলে সুন্নাত, ইমামুল মুনাযিরীন
আল্লামা হাফেজ মুফতি ফয়েজ আহমদ উয়াইসী (রহ.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
pdf by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)
মূল: আল্লামা হাফেজ মুফতি ফয়েজ আহমদ উয়াইসী (রহ.)

অনুবাদক
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ওফাত শতবার্ষিকী স্মরণে চট্টগ্রামের জিইসি কনভেশন হলে 'আ'লা হযরত কনফারেন্স-২০১৮' উপলক্ষে প্রকাশিত।

© অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, ০৪ সফর ১৪৪০ হিজরী; রোজ: সোমবার।

অনুপ্রেরণায়
'আশ-শিফা'সহ বহুগ্রন্থের সফল অনুবাদক ও সম্পাদক
শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

কৃতজ্ঞতায়
জনাব মুহাম্মদ ফারুক
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কলসি দিঘীর পাড়, বন্দর চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Tafsir Shastre Imam Ahmed Reza (R.) by: Allama Hafez Mufti Foyez Ahmed Owaisi (R.), translated by: Mohammad Abdullh Al Noman, edited by: Mawlana Mohammad Abdul Mainan: published by: A'la Hazrat Foundation Bangladesh, Price: 50/-

সভাপতির বক্তব্য

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) ছিলেন, বাহারুল উলূম তথা জ্ঞান সাধনার এক অতলান্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার, মহা গ্রন্থ আল কুরআন'র সঠিক নির্ভুল বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তরজমা উপস্থাপন করে তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখার আলোকে মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। অনূদিত তরজমা-এ কুরআন 'কানযুল ঈমান'র আলোকে ইসলামের মূলধারা সুন্নী দর্শন মানব জাতির মুক্তির পাথেয় হিসেবে দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কুরআন'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যথাযথ মর্মার্থ নিরূপণে প্রণীত তাফসীরের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আক্বিদা সংরক্ষণ, কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ও বিকৃতকারীদের স্বরূপ উন্মোচনে তাফসীর শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকে তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র অবদান ও ভূমিকা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র ব্যাপারে এ ধারণা নিছক অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ প্রসূত। ইমাম আহমদ রেযা (র.) রচনাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই এ জাতীয় অবান্তর মন্তব্য করার মূল কারণ। যেমন– দেওবন্দী চিন্তাধারার মৌলভী আবুল হাসান আলী নদভীর পিতা মৌলভী আবদুল হাই রাই বেরেলী তার প্রণীত 'নুজহাতুল খাওয়াতির' কিতাবে তাফসীর শাস্ত্রে আ'লা হযরতের অবদানকে অস্বীকার করে বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় ব্যক্ত করেছে। বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) প্রণীত **'ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর'** পুস্তকটি বিদ্বেষী চক্রের জন্য মরনাস্ত্রতুল্য। পুস্তকটি অনুবাদ করেছে স্নেহাস্পদ ছাত্র তরুণ উদীয়মান লেখক, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র নির্বাহী সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান। অনূদিত পুস্তকটি আমি আদ্যপ্রান্ত দেখেছি, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে নিয়মিত লিখনী চর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছি। এ পুস্তকটি তাফসীর শাস্ত্রে আ'লা হযরতের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম বেরলভীর জ্ঞান-গভীরতা ও পরিধি এতো ব্যাপক যে, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন আল্লামা হানিফ খান রিজভী বেরলভী অন্ততঃ ছয়শত আয়াত সম্বলিত তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একত্রিত করে পাঠক

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মহলের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এটার নাম 'জামিউল আহাদিস' (جَامِعُ الْأَحَادِيْثِ), যে বিশাল গ্রন্থের তিন খণ্ড 'কিতাবুত্ তাফসীর' (كِتَابُ التَّفْسِيْرِ) শিরোনামে গবেষক ও ওলামা সমাজে সর্বত্র ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। যে মহান ব্যক্তি সুনিপুণ দক্ষতা ও সফলতার সাথে উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করার যোগ্যতা রাখেন নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ কুরআনুল করীমের তাফসীর করার সক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রশ্ন উপস্থাপন নিছক বিদ্বেষের পরিচায়ক। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামণা করছি। আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র প্রকাশনা দপ্তর থেকে ইমাম আহমদ রেযার ওফাত শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর এ মহৎ কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এ খিদমত কবুল করুন, আমিন।

১৪.১০.১৮.

(মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী)
অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)
মধ্য-হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।
সভাপতি: আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

এশিয়া খ্যাত দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র
সম্মানিত অধ্যক্ষ, ওস্তাজুল ওলামা, মুফতি-এ আহলে সুন্নাত

আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী (মু.জি.আ)'র

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়ানুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম।

প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ প্রেরণের ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) এক অনন্য অসাধারণ বহু মাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। যিনি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিরোধে ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের তত্ত্ব উপস্থাপনে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের উপর রচনা করেন সহস্রাধিক নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। যাঁর রচনাবলী সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে নীতি নির্ধারক'র ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশ্বব্যাপী যিনি আ'লা হযরত অভিধায় ভূষিত, আরব-অনারবসহ উম্মতের শীর্ষ ওলামা-মাশায়েখ কর্তৃক যিনি 'মুজাদ্দিদ' রূপে স্বীকৃত। যাঁর ক্ষুরধার লিখনীতে বাতিলরা আজ ক্ষত-বিক্ষত। হুব্বে রসূল তথা নবী প্রেম ছিল যার জীবন সাধনার মূল উপজীব্য– তিনি ইমাম আহমদ রেযা (র.)। যাঁর নাম ও খ্যাতি দেদীপ্যমান দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল। যাঁর লিখনীর জ্যোতিতে সর্বসাধারণ মুসলিম সমাজ আজ আলোকিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় ৭৫ উর্ধ্ব বিষয়ে তাঁর সহস্রাধিক গ্রন্থ রয়েছে। কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, মানতিক, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচনাবলী বিদ্যমান। ত্রিশ পারা কুরআনুল করীমের বিশুদ্ধ অনুবাদ উপস্থাপনে তাঁর অনবদ্য অবদান 'কানযুল ঈমান' আজ দুনিয়াব্যাপী সমাদৃত। যদিও ইমাম আহমদ রেযা (র.) বিরচিত সতন্ত্র কোন তাফসীর গ্রন্থ নেই, কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা (র.) তাফসীর শাস্ত্রেও অনন্য অবদান রাখেন। বিশ্ব বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) তাঁর **'ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর'** নামক পুস্তিকায় এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। এতে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র তাফসীর শাস্ত্রের দক্ষতা ও জ্ঞান গভীরতা যৎসামান্য হলেও অনুমেয় হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান এবং 'আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এটি প্রকাশের উদ্দ্যেগ নিয়েছে। পুস্তিকাটি

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

অনুবাদ ও প্রকাশ করাই আমি তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও অভিবাদন।

পরিশেষে আমি এ প্রয়াসের সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করছি। আমিন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মোরসালীন।

(মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল-কাদেরী)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মুখবন্ধ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একথা আজ সর্বজন বিদিত যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন জ্ঞানের ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া। সত্তরাধিক বিষয়ে বুৎপত্তি, দক্ষতা ও পান্ডিত্যের অধিকারী আ'লা হযরত সহস্রাধিক অকাট্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করেন। এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আ'লা হযরত এক বা একাধিক গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করেছেন। তবে 'তাফসীর-ই ক্বোরআন' বিষয়ের উপর পৃথক কোন বড় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি পবিত্র ক্বোরআনের যেসব তাফসীর বা ব্যাখ্যা, তত্ব ও তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর বিশেষত তাঁর 'কানযুল ঈমান ফী তরজামাতিল ক্বোরআন' পাঠ-পর্যালোচনা করলে একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আ'লা হযরত একজন সুদক্ষ এবং বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির-ই ক্বোরআনও ছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন'-এর বৈশিষ্ট্যাদি এবং বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর তাফসীরী তত্ব ও তথ্যগুলো সংকলন করে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা এখন সময়ের দাবী। আলহামদুলিল্লাহ্! ফয়যে মিল্লাত, আফতাবে আহলে সুন্নাত, ইমামুল মুনাযিরীন আল্লামা হাফেজ মুফতী ফয়য আহমদ উয়াইসী (পাকিস্তান) আলায়হির রাহমাহ্ এ মহান খিদমত অতি গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তকের নাম রেখেছেন, **'ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর'** প্রাঞ্জল উর্দু ভাষায় লিখিত এ পুস্তকে মূল লেখক মহোদয় আলোচ্য বিষয়ের উপর অনেক দলীল-প্রমাণ ও উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। পুস্তকটি পাঠ-পর্যালোচনা করলে একদিকে আ'লা হযরত হযরত ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্‌র তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান-গভীরতা সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, তাফসীর শাস্ত্রেও আ'লা হযরতের জ্ঞান-সূর্যের আলো দ্বারা পাঠক সমাজ তাদের মন-মগজকে আলোকিত করার সুবর্ণ সুযোগ পাবেন।

আরো সুখের বিষয় যে, আল্লামা উয়াইসীর প্রামাণ্য পুস্তকটির সরল বাংলায় অনুবাদ করে, সেটা **'তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'** শিরোনামে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন- ফাযেলে নওজোয়ান, স্বনামধন্য জ্ঞানপিপাসু মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ নোমান।

এমতাবস্থায়, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্‌র আদর্শের প্রকাশ-প্রসারে দৃঢ় প্রত্যয়ী সংগঠন 'আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন' সময়ের দাবীকে সামনে রেখে 'আ'লা হযরতের ওফাত শতবার্ষিকী' উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ অনূদিত প্রয়োজনীয় পুস্তকটি প্রকাশের মতো বদান্যতা প্রদর্শন করেছে।

আমি অনূদিত পাণ্ডুলিপিটা মূল উর্দু-কিতাবটি পাশাপাশি রেখে এক নজর দেখে দিয়েছি। অনুবাদক মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদ-কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। ভাষাও প্রাঞ্জল এবং সুপাঠ্য হয়েছে। আমি মূল লেখক আলায়হির রাহমাহ্‌র রফ'ই দরজাত এবং অনুবাদক ও প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তদসঙ্গে পুস্তকটির অব্যাহত বহুল প্রচার কামনা করছি। ইতি–

ধন্যবাদান্তে

আবদুল মান্নান

(মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
আ'লা হযরত গবেষক ও কানযুল ঈমান-এর সফল বঙ্গানুবাদক
উপদেষ্টা- আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

লেখকের জীবনী ১০
প্রাক্-কথন ১৯
তাফসীর শাস্ত্রের শর্তাবলি ২০
কপালের চিহ্ন ২৬
আয়াতে মিছাক ২৬
পূর্ণাঙ্গ অদৃশ্য জ্ঞান ২৯
আ'লা হযরত(রহ.)'র উদ্ধৃতি ৩০
তাফসীর শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্তসমূহ ৩২

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

লেখকের জীবনী

পায়করে ইলম ও ইরফান, ফয়জে মিল্লাত, আফতাবে আহলে সুন্নাত, ইমামুল মুনাযিরীন, ফয়জে বাবে মূফতিয়ে আযম হিন্দ, শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসীর, **আল্লামা হাফেজ মূফতি মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ উয়াইসী (র.)'র সংক্ষিপ্ত**

জীবন পরিক্রমা

অবতরনিকা

শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, আল্লামা মূফতি ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) রেজভিয়াতের দীপ্তি প্রজ্জলিত করতে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি পাক-ভারত উপমাহাদেশসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের আলেমগণের নিকট প্রসিদ্ধ, যার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। তিনি অসংখ্য কিতাবের রচয়িতা। ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের তথা সুন্নীয়তের প্রচার প্রসারে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

জন্ম

প্রতিথযশা এই মহান আলেমে দ্বীন, আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) ১৩৫১ হিজরি মোতাবেক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের অন্তর্গত 'হামেদাবাদ' প্রদেশের 'রহীম ইয়ারখান' গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন।

পরিচিতি

ইসলামী বিধানের পুর্নাঙ্গ অনুসরণ ও প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর পিতা আল্লামা নূর আহমদ (র.) তাঁর নাম রাখেন 'ফয়েজ আহমদ'। তাঁর কুনীয়াত ছিল 'আবু ছালেহ'। বংশীয়ভাবে তিনি 'আব্বাসী', মাযহাবগতভাবে তিনি 'হানাফী', ত্বরিকায় 'উয়াইসী কাদেরী রেজভী', তাঁর বংশ পরিক্রমা সরকারে দোআলম (ﷺ)'র সম্মানিত চাচা সায়্যিদুনা হযরত আব্বাস (রা.)'র সাথে মিলিত এবং এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, মুফাসসিরে কুরআন, আলেমে বা আমল হওয়ার পিছনে ঐ বংশের বিরাট প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। কেননা যেখানে তাঁর মহান উর্ধতন পুরষ। রয়ীসুল মুফাসসিরীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাই বংশীয় আত্মীয়তার অনুকম্পায় তাকেও মহান আল্লাহ তায়ালা ইসলামী জ্ঞানরাজ্যের মহান দৌলত দানে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন।

শিক্ষার্জন

শিক্ষার্জন

তিনি তাঁর পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন ৪/৫ তখন তাঁর সম্মানিত পিতা তাকে পবিত্র কুরআন মাজীদের 'নাজেরা' শিক্ষা দেন। অতঃপর তাঁর পিতার ইচ্ছানুরূপ হাফেজ মাওলানা জান মুহাম্মদ (র.)'র নিকট হতে তিনি হিফজ আরম্ভ করেন। তারপর হাফেজ মাওলানা সিরাজ আহমদ (র.) এবং হাফেজ মাওলানা গোলাম ইয়াছিন (র.)'র নিকট পরিপূর্ন 'হাফেজে কুরআন'এ পরিণত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন, আল্লামা শেখ সাদী (র.) বিরচিত 'পান্দনামা'র শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা করেন। হাকীম মাওলানা আল্লাহ বখশ (র.) তাকে 'পান্দনামা' পাঠদান করেন। অতঃপর আরবি ভাষার জ্ঞান সম্পর্কিত প্রচলিত কিতাবসমূহ আল্লামা খুরশীদ আহমদ ফয়েজী (র.) হতে পড়ে নেন। যিনি তৎকালীন সময়ে ওলী ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য 'জামেয়া রেজভীয়া মাজহারুল ইসলাম মাদরাসা' ফয়সালাবাদ (সর্দারাবাদ) এ ভর্তি হন। এতে বিশ্ববরেন্য আলেমে দ্বীন, শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিসে আ'জম পাকিস্তান, আল্লামা ছরদার আহমদ লায়লপুরী (র.)'র নিকট হাদীসে পাকের দরস নেন এবং তারই হাতে 'দস্তারে ফজিলত' হাসিল করেন। এভাবে গাযযলিয়ে যমান, আল্লামা সাঈদ আহমদ কাজেমী (র.)সহ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগনের নিকট তিনি শিক্ষার্জন করে তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

বায়'আত ও শিক্ষার্জন

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া ওয়াইসীয়ার অন্যতম শায়খ, পীরে তরিকৃত, আল্লামা মুহকিম উদ্দীন সাইরানী (র.)'র সাহেবজাদা পীরে তরিকৃত, ওলীয়ে কামেল, হযরত খাজা মুহাম্মদ দ্বীন ওয়াইসী (র.)'র হাতে বায়আত গ্রহন করেন। ১৩৮১ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, মুকতাদায়ে আহলে সুন্নাত, হুযুর মুফতিয়ে আ'যম হিন্দ, আল্লামা শাহ্ মোস্তফা রেযা খান (র.)'র হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত অর্জন করেন। এভাবে তিনি ত্বরিকত জগতে এক রুহানী ইনকিলাব সাধন করেন, যাঁর সান্নিধ্যক্রমে অসংখ্য পথভ্রষ্ট দিশেহারা বনী আদম সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান লাভ করেন।

দ্বীনি খেদমত

তাঁর দ্বীনি খেদমত বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি শিক্ষাজীবনের সমাপনান্তে তাঁর পিত্রালয় 'হামেদাবাদ' এ একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম

'মাদরাসা-এ আরাবিইয়া মাম্বায়িল ফুয়ূজ ওয়াইসীইয়া রেজভীয়া'। যেখানে তিনি প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি 'ভাওয়ালপুর' চলে আসেন। তৎকালীন সময়ে 'ভাওয়ালপুর' বাতেল অধ্যুষিত হওয়ায় তিনি সেখানে মসলকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে 'মুলতান' রোডের পার্শ্বস্থ জমি ক্রয়পূর্বক তাতে 'সাইরানী মসজিদ' ও 'জামেয়া এ ওয়াইসিয়া রেজভীয়া' নামে একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। আল্লামা ওয়াইসী (র.) প্রতিষ্ঠিত 'জামেয়া-এ ওয়াইসীয়া রেজভীয়া' অদ্যাবধি ইসলামী জ্ঞান বিতরণে অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে। দ্বীনী ইলম প্রচার-প্রসারে আল্লামা ওয়াইসী (র.) অনন্য অবদান রাখেন। বিশেষতঃ রমজানুল মোবারক শরীফে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা প্রাঞ্জলভাষায় নির্ভরযোগ্য তাফসীরের আলোকে বিশেষ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত 'দরসে তাফসীর' শ্রবণ করে বেশ উপকৃত হয়েছে। আল্লামা উয়াইসী (র.) সারাজীবন শিক্ষাদান, গ্রন্থ প্রণয়ন, রচনা ও সংকলন, দাবীর স্বপক্ষে গ্রন্থ রচনা, বাতিল-ফের্কার বাতুলতার স্বরূপ উন্মোচন ও বাতিল আক্বীদার খন্ডন করেন। তিনি হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)'র জীবনাদর্শ জ্ঞান-গরিমা ও বহুমুখী অবদানের নানা বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামি জ্ঞান রাজ্যের এই মহান পন্ডিত তাঁর সমগ্র জীবনকে দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করেন।

রচনাবলি

তাঁর গ্রন্থ রচনার পরিসীমা ব্যাপক। এর কারণ এটাই যে, তাঁর যুগের জ্ঞানপিপাসুদের ব্যাপক আগ্রহ ও এরই ধারাবাহিকতা এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। ফলশ্রুতিতে ৪ হাজারের অধিক গ্রন্থ, রিসালাহ, তরজমা গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) বিরচিত অনন্য না'তিয়া কালাম সম্ভার 'হাদায়েকে বখশিশ' এর ২৫ খন্ড ব্যাপী ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আদ্-দাকায়েক ফিল হাদায়েক' তাঁর মহান কীর্তি। তাঁর এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কেননা, এতে তিনি 'কালামে রেযা'র যেসব প্রসঙ্গ ও সূক্ষ্ম রহস্য স্পষ্ট করেছেন তা তারই একক বিশেষত্ব স্বরূপ। তাছাড়া তিনি যেসকল ইসলামী গবেষকগণের গ্রন্থসমূহের তরজমা করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো- বিশ্ববিখ্যাত, সর্বসাধারনের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, মহান তাফসীরকারক, আল্লামা শায়খ ইসমাইল হক্কী (র.)'র প্রসিদ্ধ

তাফসীর 'রুহুল বয়ান' এর তরজমা গ্রন্থ 'ফুয়জুর রহমান' যা ১৫ খন্ডে প্রকাশিত। এভাবে তিনি বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ইমাম গাযযালী (র.) বিরচিত 'ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন'-এরও তরজমা করেন। তাঁর বিরচিত গ্রন্থাবলী হতে কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. ফুয়ূজুর রহমান (তাফসীরে রুহুল বয়ানের তরজমাগ্রন্থ) ১৫ খন্ড।
২. আদ দাকায়েক ফিল হাদায়েক (হাদায়েকে বখশিশের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ২৫ খন্ড।
৩. নিয়ামুল জামী (শরহে জামী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ৮ খন্ড।
৪. ফতোয়ায়ে ওয়াইসীয়া-৮ খন্ড।
৫. সদায়ে নূরী (মছনভী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)- ২ খন্ড।
৬. শরহে শরহে মিয়াতু আমেল (শরহে মিয়াতু আমেল এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।
৭. শেহেদ ছে মিঠা নামে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
৮. আয়নায়ে শিয়ানুমা।
৯. চশমায়ে নূরে আফযা।
১০. ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর।
১১. ইমাম আহমদ রেযা (র.) কা দরসে আদব।
১২. আল বোরহান ফীস্ সুওয়ারিল কুরআন।
১৩. সাওয়ানেহ্ ওয়া ইরশাদাতে খাজা গরীব নাওয়াজ (র.)।
১৪. আন-নাসেখ ওয়াল মানসূখ ফীল আহাদিস।
১৫. দু কাওমি নজরিয়া আওর ওলামায়ে আহলে সুন্নাত।
১৬. তারিখে তা'মীরে কা'বা।
১৭. নবী করীম (ﷺ) কী মক্কী যিন্দেগী।
১৮. মাইয়্যাত কী নাজাত কে আসবাব।
১৯. কবর কিয়া হে?
২০. কুরআনি আয়াত মে গুফ্‌তগো।
২১. হাশিয়া-ই শরহে কাসীদা-ই নূর।
২২. নফস আওর শয়তান কে ধুঁকে।
২৩. আ-দাবে ওস্তাদ ওয়া শা-গরেদ।
২৪. জাওয়ানি কী বরবাদী।
২৫. আ-দাবে মুরশীদ ওয়া মুরীদ।
২৬. দাড়ি সুন্নাতে রাসূল কী আহামিয়্যাত।
২৭. বদ-নিগাহী কী তাবাহী।

২৮.মওত সে কবর তক।
২৯.কূফী লা ইউফী।
৩০.গুনাহ্ ধুলনে ওয়ালা ছাবূন।
৩১.আ-ও এলম সে পেয়ার করে।
৩২.আনওয়ারুর রহমান ফী ইক্বামাতিল আযান।
৩৩.কাফনী লিখনা।
৩৪.জিহাদ কী ফযিলত।
৩৫.মাজারাতে আউলিয়া কে কুরূব মে দাফন হো-নে কে ফাওয়ায়েদ।
৩৬.হাত উঠা কর দোয়া মাঙ্গনা।
৩৭.গায়রে মুকাল্লিদীন কি নঙ্গে সর নামায।
৩৮.জাতি ওয়া আত্বায়ী কা ফর্ক।
৩৯.ইয়াজুজ-মাজূজ।
৪০.ওসীলা কিয়া হে?
৪১.আ-ইনায়ে দেওবন্দ।
৪২."গোস্তাখানী" কিস চিজ কা নাম হে?
৪৩.হুযুর (ﷺ) কে মা-বাপ মু'মিন থে।
৪৪.মির্জা কাদিয়ানী কি কিযব বয়ানী।
৪৫.মূবী আওর ওয়াহাবী।
৪৬.গিয়ারভী শরীফ: উলামা ওয়া আউলিয়া কি নজর মে।
৪৭.তরীকা জানাযায়ে রাসূল (ﷺ)।
৪৮.শিয়া কা আক্বীদায়ে ইমামত।
৪৯.নূর ও বশর।
৫০.খাযানা-এ খোদাকী চাবিয়া হাবীবে খোদা (ﷺ) কী হাত মে।
৫১.কিয়া দেওবন্দী বেরলভী হে?
৫২.ইবলিশ থা দেওবন্দ।
৫৩.আ-দাবে রেসালাত (ﷺ) কী কদর ও মনযিলাত।
৫৪.আয়নায়ে মির্জানুমা।
৫৫.সুন্নী আকায়েদ।
৫৬.আল-বারকাত ফীল খাতামাত।
৫৭.ফাযায়েলে মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ।
৫৮.ফাযায়েলে কুরআন।

৫৯.না'তখানী কে ফায়েদে।
৬০.আত্-তাহকীকুল আজীব ফী মাশরুয়িয়্যাতিত তাছভিবি।
৬১.জাম'আতে সানিয়া কা সুবুত।
৬২.কিস পানি সে ওযু জায়েয হে?
৬৩.হালাল আওর হারাম জানোয়ার ইত্যাদি।

তাঁর রচনাবলীর প্রায় হাজারখানেক প্রকাশিত হয়েছে। বাকীগুলোও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচার-প্রসারে আল্লামা ওয়াইসীর অসাধারণ অবদান সুন্নীয়তের ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে, যা গণনার বাইরে। যেহেতু তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ছাত্র থাকাকালিন সময় হতেও শিক্ষা দান করে আসছেন। তাঁর সম্মানিত শিক্ষকগণ তার শিক্ষাজীবনের প্রথম থেকেই তাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পন করেন। শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে তাঁর ব্যস্ততা শিক্ষাদান ও পাঠনে। তাই অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু সত্যান্বেষী শিক্ষার্থীরা তাঁর সান্নিধ্যে এসে জাহের-বাতেন উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করেন। বিশেষতঃ 'দাওরায়ে তাফসীরুল কুরআন'-এ তাঁর অগণিত ছাত্র রয়েছে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী সুযোগ্য ছাত্রদের অক্লান্ত ত্যাগ ও অবদানের নিরিখে সুন্নীয়তের নিরিখে সুন্নীয়তের বাগান আজ সুশোভিত ও সুরভিত। তাঁর ভাবাদর্শে উজ্জীবিত রূহানী ছাত্ররা আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যাঁরা দেশ-বিদেশে ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

১) আল্লামা হাফেয আব্দুল মজিদ (এলাহাবাদ)
২) আল্লামা মূফতি মুখতার আহমদ (দারানী খানপুর)
৩) আল্লামা মূফতি রিয়াজ আহমদ (আমেরিকা)
৪) আল্লামা মূফতি গোলাম মোস্তফা (মুলতান)
৫) আল্লামা মুফতি হাফেজ আব্দুল ওয়াহেদ (মদিনা শরীফ)
৬) আল্লামা মূফতি জমিলুর রহমান (সৌদি আরব)
৭) আল্লামা মূফতি মনযুর আহমদ (সৌদি আরব)
৮) আল্লামা মনিরুজ্জামান (আবুধাবী)
৯) আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব (লাহোর)
১০) আল্লামা মূফতি মোহাম্মদ আশরাফ (গুজরাট)

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

১১) আল্লামা ক্বারী মাহমুদুল হাসান (কলম্বো, শ্রীলংকা)
১২) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ কাশেম (কুয়েত)
১৩) আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আলকাদেরী (করাচি)

সন্তান-সন্ততি

আল্লামা ওয়াইসী (র.) চার পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর পুত্র সন্তানগণ যথাক্রমে–

১) আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ সালেহ।
২) আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আতাউর রসূল।
৩) আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ গিয়াস।
৪) আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ রিয়াজ।

এবং তার এক কণ্যা হলেন, কানিয ফাতেমা।

তাঁর সন্তানগণ সকলেই আলেমে দ্বীন। তারা তাঁর মিশনকে জারী রেখেছে (আলহামদুলিল্লাহ)। এ জন্য যে, ভাওয়ালপুরের মতো অনুন্নত শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ বিশাল শিক্ষালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও আল্লামা ওয়াইসী (র.) ইন্তেকাল করেছেন তবুও তা যথানিয়মে জ্ঞানের ফোয়ারা প্রবাহিত করছে। তাঁর দৌহিত্রের মধ্যেও অনেক আলেম এবং অনেকজন হাফেজও রয়েছেন। মহান আল্লাহ কিয়ামত অবধি তাঁর বংশধরদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রচার-প্রসারে, জ্ঞান বিতরণে অটুট রাখুক। (আমিন)

জিয়ারতে হারামাইন শরীফাঈন

আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) ১৩৯৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৭ সালে প্রথমবার হজব্রত পালন ও জিয়ারতে মদিনা সম্পন্ন করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মোট তিনবার হারামাঈন শরীফাঈন জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। বিশেষতঃ মদিনায়ে তৈয়্যবায় তিনি ই'তিকাফ' ও অসংখ্য 'খতমে কুরআন' আদায় করেন।

ওফাত বরণ

এ মহান জ্ঞানচার্য সাধক বিশ্বনন্দিত কালজয়ী ব্যক্তিত্ব আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.) পবিত্র মাহে রমযানুল মোবারক শরীফের ১৫ তারিখ ১৪৩১ হিজরি মোতাবেক, ২৬ শে আগষ্ট ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে, রোজ বৃহস্পতিবার মাওলায়ে হাকীকীর সান্নিধ্যে গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

পবিত্র মাযার শরীফ

ক্ষনজন্মা এই বরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (র.)'র পবিত্র মাযার শরীফ তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জামেয়া ওয়াইসীয়া রেজভীয়া এর পার্শ্বে আজো সত্যের প্রদীপ হয়ে আছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)'র রেজামন্দি হাসিল করার তৌফিক নসিব করুন। (আ-মি-ন) বিহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন ﷺ।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

প্রাক্-কথন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আ'লা রাসূলিহিল কারীম

আ'লা হযরত আজিমুল বরকত ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ.

–তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে।[১]

এটাই তো বক্ষের প্রশস্ততা ছিলো যে, স্বল্প সময়ে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রে পারদর্শিতার সাথে সাথে পূর্ণতা অর্জন করে নিয়েছেন। অন্যথায় বিবেক-বুদ্ধি এটা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, ১৪ বছর বয়সেই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র আত্মস্থ করে নিয়েছেন।

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

–এ সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত নয়, যতক্ষণ না মহানদাতা খোদা তায়ালা দান না করেন।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র শুধু আত্মস্থ ছিলনা, বরং প্রতিটি বিষয়ে বিস্তৃত রচনাবলী বিদ্যমান রয়েছে এবং সেটা কারো কাছ থেকে ধার নেওয়া নয়। বরং ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র কলম হতে উৎসারিত অতলান্ত বিস্তৃত মহা সমুদ্রের মনি-মুক্তা দর্শনে খ্যাতিমান গবেষকদের কলমও থমকে যায়। তাঁরা তাঁকে 'কলম সম্রাট' অভিধায় ভূষিত করেছেন। অভিজ্ঞতা ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর যে বান্দার যে শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে অন্য শাস্ত্রে তাকে অনেক বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয়। যেমন ইমাম বুখারী (র.)কে দেখুন, ইসলামী জগত হাদীস শাস্ত্রে তাঁকে এমন ইমাম হিসাবে মেনেছে যে, যার দৃষ্টান্ত বিরল।

---

১. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:২২।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কিন্তু ফোকাহায়ে কেরামের উদ্ভাবন (ইস্তিম্বাত) এবং ঐতিহাসিক জীবন ধারায় উনার (ইমাম বুখারী র.-এর) ঐ পদমর্যাদা অর্জিত হয়নি, যেটা হাদীস শাস্ত্রে অর্জিত হয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র এটাই বিশেষত্ব যে, বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এটার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তিনি প্রতিটি শাস্ত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী। যেমন কবিগণ তাঁকে কবিসম্রাট (ইমামুশ শো'আরা) হিসাবে জানতেন, ফকীহগণ উনাকে যুগের ইমাম আবু হানিফা (র.) হিসেবে জানতেন এবং হাদীস বিশারদগণ তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম মানতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ কারণে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) স্বয়ং নিজের ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন,

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم

جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

–ভাষা সম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে তুমি স্বীকৃত,
যে দিকেই গিয়েছ, দিয়েছ করে মুখরিত।

অধম (লেখক)'র প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান গভীরতার বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, এ শাস্ত্রেও তিনি স্বীকৃত ইমাম। যদিও আ'লা হযরত (র.) সম্পূর্ণ কুরআনে পাকের কোনো তাফসীর গ্রন্থ লিখেননি; কিন্তু এটাই সত্য যে, যদি উনার লিখিত গ্রন্থাবলী গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে তাফসীর বিষয়ক উদ্ধৃতিগুলো (تَفْسِيْرِيْ عِبَارَاتِ) একত্রিত করা হয়, তবে তা এক সুবিস্তৃত তাফসীর শাস্ত্রে রূপান্তর হবে। অতএব, অধম (লেখক) এ কাজটি সূচনা করেছি। মহান আল্লাহ সেটা সম্পন্ন করার সামর্থ দান করুক। আ-মী-ন॥

তাফসীর শাস্ত্রের শর্তাবলি

হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (র.) তাঁর 'আল ইতাকান' (اَلْاِتْقَانُ) গ্রন্থে লিখেন যে, মুফাসসির ঐ সময় কুরআনে পাকের তাফসীর লিখার অধিকার রাখেন, যখন ১৪টি বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা অর্জিত হবে। অন্যথায় তাফসীর নয় বরং কুরআন বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।

এ নীতির আলোকে আ'লা হযরত ফাযেলে বেরেলভী (র.) শুধুমাত্র ঐ ১৪টি বিষয়ে নয় বরং ৫০টি বিষয়ের উপর পূর্ণ দক্ষতা রাখেন। কতিপয় শাস্ত্রে তার

ডজনকয়েক গ্রন্থাবলি বিদ্যমান রয়েছে। এটা ভিন্ন কথা যে, স্বতন্ত্রভাবে তাফসীর লেখার সুযোগ তাঁর মিলেনি। তবে তাঁর রচনাবলি থেকে কুরআন বিষয়ক আলোচনা দ্বারা এক বিশাল তাফসীর রচনা সম্ভব এবং অধম (লেখক) প্রায় সকল অংশকে তাফসীরে ইমাম আহমদ রেযা নামে একত্রিত করেছি। আল্লাহ তায়ালা যেন কোন বান্দাকে এটা প্রকাশের সাহসিকতা দান করেন। এটা ছাড়াও তাঁর তাফসীরসমূহ ও এর উপর আরবি হাশিয়া (টিকা-টিপ্পনির)'র নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলির নাম পাওয়া যায়। যেমন–

(১) আযযিলালুল আনক্বা মিন বাহরি সাফিনাতি আতকা
(২) হাশিয়ায়ে তাফসীর বায়যাবী শরীফ
(৩) হাশিয়ায়ে ইনায়াতুল কাযী শরহে তাফসীর বায়যাভী শরীফ
(৪) হাশিয়ায়ে মা'আলিমুত তানযীল
(৫) হাশিয়ায়ে আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন লিস্-সুয়ূতী
(৬) হাশিয়ায়ে দুররে মানছুর
(৭) হাশিয়ায়ে তাফসীরে খাজেন।

এ ছাড়াও কিছু আয়াত এবং সূরার উপর তাঁর কিছুসংখ্যক রচনাবলী তাফসীর বিষয়ের উপর পাওয়া যায়, যা মালিকুল উলামা আল্লামা যুফরুদ্দীন বিহারী (র.) সংকলন করেছেন। এর কয়েকটির নাম নিম্নরুপ:

(৮) **আনওয়ারুল ইলম ফি মা'না মিআ'রি ওয়াস্তাজিব লাকুম:** এটি ফার্সি ভাষায় রচিত ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। এতে আ'লা হযরত (র.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, إِجَابَتِ دُعَا তথা আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কী কী অর্থ রয়েছে।

اثر ظاہر نہ ہونا دیکھ کر بے دل ہونا حماقت ہے

–কোন প্রভাব বিস্তার হতে না দেখে তা অন্তর থেকে ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা।

(৯) **আস-সমসাম আলা মাশাক্কি ফি আয়াতি উলুমিল আরহাম:** এটার মধ্যে আ'লা হযরত (র.) খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকদের প্রত্যাখ্যান করেন এবং উর্দূ ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

(১০) **আম্বাউল হাইয়ি আন্না কিতাবাল মাছুনী তিবয়ানুন লিকুল্লি শায়ইন:** আরবি ও উর্দূ ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থে আ'লা হযরত ফাযেলে বেরেলভী (র.)

এটিই প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন মাজীদ বিশ্বজগতের সব বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

(১১) **আন-নাফ্হাতুল ফায়িহা মিন মাসলাকি সূরাতিল ফাতিহা:** এটি উর্দূ ভাষায় রচিত। এতে আ'লা হযরত ফাযেলে বেরেলভী (র.) সূরা ফাতেহা থেকে হুযুরে আকরাম (ﷺ)'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

(১২) **নায়েলুর রাহি ফি ফরকির রিহি ওয়ার রিয়াহ:** এটি ফার্সি ভাষায় রচিত। উক্ত পুস্তিকা কেবল তাফসীর শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত। কখনো তিনি কারো মাসআলার সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উপর নিজের ব্যাখ্যাগত সূক্ষ্ম হাজারো প্রশ্নাবলীর রহস্য পর্যবেক্ষণপূর্বক সমাধান দিয়েছেন।

মূলত: পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ফাতওয়া সংক্রান্ত সমাধান লিখার কারণে তেমন একটা সময় সুযোগ মিলেনি। অন্যথায় সেদিকে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন তাহলে হাজারো পৃষ্ঠার তাফসীর রচিত হতো।

বিসমিল্লাহ শরীফের আলোচনার উপর সংক্ষিপ্ত সময়ে তাঁর এক দীর্ঘ রচনা বিদ্যমান আছে। যা তিনি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ)-এর মাহফিলের সুবাদে বেরেলী শরীফে আলোচনা করেছিলেন, যা 'সাওয়ানিহে আ'লা হযরত' গ্রন্থে ৯৮ পৃষ্ঠা হতে শুরু হয়ে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। একইভাবে ২য় বক্তব্যটি ১১২ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে ১৩১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এটাওতো বক্তব্যের ভঙ্গিতে হয়েছে, যা লিখনি জগতে আরো অনেক অনেক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়ের পরিচয় বহন করবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এত দীর্ঘ পৃষ্ঠার বিষয়ভিত্তিক কিতাব প্রণয়ন করা কোন এক সাহসী পুরুষের কাজ আর তাও তাফসীরের ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। আর 'সূরাতুদ-দোহা'র তাফসীর লিখলে তো সহস্র পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ হতো। যার একেকটি লাইন তাফসীরের সংক্ষিপ্তসারকে নিয়ে আসে। তাঁর ছাত্রদের একান্ত কাম্য হয় যে, এমন কুলহীন সমুদ্রের কলম থেকে যেভাবে ফিক্হ, হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানশাস্ত্রের সমুদ্র প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি যদি তাফসীর বিষয়ক তথ্য উপাত্ত তাঁর স্মৃতি হয়ে থাকতো, তাহলে তা তো পরম সৌভাগ্যের হতো, যদিও তা সংক্ষিপ্ত হতো। যেমন- ছদরুশ শরীয়াহ হযরত মাওলানা আমজাদ আলী (র.), যিনি বাহারে শরীয়তের প্রণেতা (আল্লাহ তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করুন), আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আ'লা হযরত (র.)'র সময় সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও

কুরআন মাজীদের অনুবাদ লিখিয়েই নিয়েছেন। যেমনটি আ'লা হযরত (র.)'র জীবনীকারগণ কুরআন মাজীদের তরজমার ব্যাপারে মন্তব্য লিখেছেন যে,

> –ছদরুশ শরীয়াহ মাওলানা আমজাদ আলী (র.) কুরআন মাজীদের তরজমার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আ'লা হযরতের কাছে আবেদন করেন। তিনি তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অন্যান্য দ্বীনী ব্যাপক ব্যস্ততার ভিড়ের কারণে তা বিলম্বিত হতে থাকে। যখন হযরত ছদরুশ শরীয়াহ (র.)'র পক্ষ হতে তাগাদা বাড়ল, তখন আ'লা হযরত (র.) বললেন, যেহেতু আমার কাছে তরজমা লিখার স্বতন্ত্র সময় নেই সেহেতু তুমি রাত্রে শয়নের প্রাক্কালে বা দুপুরের বিশ্রামের সময় আসা যাওয়া করবে। তখন ছদরুশ শরীয়াহ (র.) একদিন কালি ও কলম নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং এই দ্বীনি কাজটিও শুরু হয়ে গেল। তরজমা করার পদ্ধতি এ ছিল যে, আ'লা হযরত (র.) আয়াতে কারীমার তরজমা মৌখিকভাবে বলতেন আর ছদরুশ শরীয়াহ (র.) লিখে নিতেন। এই তরজমা এরূপ ছিল না যে, তিনি এর পূর্বে তাফসীর, হাদীস ও অভিধান গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন এবং আয়াতসমূহ ভালোভাবে বুঝে নিতেন অতঃপর তরজমা বর্ণনা করতেন। কুরআন মাজীদের তাৎক্ষণিক সঠিক অনুবাদ মৌখিকভাবে এমনভাবে বলে যেতেন যেমন কোনো দক্ষ তরজমার হাফেজ স্বীয় স্মৃতিপট থেকে বিনা কষ্টে কুরআন শরীফ পড়ে যাচ্ছেন। আলেমগণ যখন অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থের সাথে ঐ তরজমাকে পর্যালোচনা করে দেখতেন, তখন তারা হতবাক হয়ে যেতেন যে, আ'লা হযরত (র.)'র এই মৌখিক ও তাৎক্ষণিকভাবে করা তরজুমাটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহের সাথে সম্পূর্ণ মিল ও সাদৃশ্যপূর্ণ। মোটকথা, ঐ স্বল্প সময়ে তরজমার কাজ হতে চলছিল। অতঃপর ঐ মাহেন্দ্রক্ষণও আসল যে, কুরআন মাজীদের নির্ভরযোগ্য তরজমা লেখা সমাপ্ত হলো এবং হযরত ছদরুশ শরীয়াহ (র.)'র ব্যাপক প্রচেষ্টার বদৌলতে সুন্নী অঙ্গনে কানযুল ঈমানের মতো মহান সম্পদ প্রকাশ পেল।

[অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর আমাদের এবং সমগ্র আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের পক্ষ থেকে অধিক ও যথার্থ প্রতিদান দান করুন।]

হযরত মুহাম্মদ কচুচুভী সায়্যিদ মুহাম্মদ ছাহেব (র.) বলেন যে, আ'লা হযরত (র.)'র জ্ঞান কুরআনের অনুরূপ ঐ তরজমা হতে বুঝা যায় যে, যাতে অধিক

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

গভীরতা বিদ্যমান এবং যার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী না আরবি ভাষায়, না ফার্সি ভাষায়, না উর্দুতে বিদ্যমান ছিল। যার একেকটি শব্দ তার অবস্থানে এমন যে, অন্য শব্দ ঐ স্থানে আনা অসম্ভব। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তরজমা গ্রন্থ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন মাজীদের তাফসীর গ্রন্থ এবং উর্দু ভাষায় 'রূহে কুরআন' (روح قرآن) বা 'কুরআনের প্রাণস্বরূপ' বরং অধম (লেখক)'র মনোভাব এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,

ہست قرآن بزبان اردوی

ہمچوں مثنوی بزبان پہلوی

–এটা যেন উর্দূ ভাষায় কুরআনের অস্তিত্ব নির্যাস
যেভাবে ফার্সি ভাষায় মছনভী শরীফ কুরআনের সারবস্তু।

ঐ তরজমার ব্যাখ্যায় হযরত ছদরুল আফাযিল, উস্তাযুল উলামা, মাওলানা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (র.) হাশিয়া (পাদটিকা)'য় বলেন, ব্যাখ্যার সময় এরকম অনেকবার হয়েছে যে, আ'লা হযরত (র.)'র ব্যবহৃত শব্দের অবস্থান অনুসন্ধানে দিনের পর দিন কেটেছে, রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দেখা গেলো উৎস পাওয়া গেছে, তরজমার প্রদত্ত শব্দ অপরিবর্তিতই থাকল। আ'লা হযরত স্বয়ং শেখ সাদী (র.)'র ফার্সি তরজমার ভাষান্তরই করছিলেন।

তবে যদি হযরত শেখ সাদী (র.) উর্দু ভাষার এ তরজমাটি পেতেন তাহলে বলেই দিতেন যে,

ترجمہ قرآن شئی دیگر است

وعلم القرآن شئی دیگرست

–কুরআনের তরজমা করা এক জিনিস
কুরআনের জ্ঞান আরেক জিনিস।

দেওবন্দী আলেমদের কেবল শত্রুতাই নয় বরং তারা তাকে প্রত্যেক ব্যাপারে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতো; কিন্তু তাদেরও এই স্বীকারোক্তি ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না যে, নিশ্চয়ই আ'লা হযরতের কুরআন মজীদের তরজমা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও যথার্থ।

এবং তার তরজমার বিপরীতে সমসাময়িক উর্দূ তরজমাসমূহ পর্যালোচনা করা হলে সেগুলোতে শতসহস্র ভুলভ্রান্তি দৃশ্যমান হবে। এ কারণে গবেষকগণ এ তরজমা দেখে নিম্নোক্ত অভিব্যক্তি পেশ করেন–

(১) আ'লা হযরতের তরজমা পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের আলোকে হয়েছে।
(২) এ তরজমা তার স্বীকৃত মসলক বা নীতিমালার দর্পণ স্বরূপ।
(৩) সঠিক ব্যাখ্যাকারীর অনুসৃত নীতিমালার সহায়ক।
(৪) ভাষার ব্যবহার ও যথার্থতায় অতুলনীয়।
(৫) সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা এবং দূর্বল ভাষা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।
(৬) পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্যে ও অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।
(৭) প্রভূর আয়াতসমূহের বক্তব্যের ধরণ অনুযায়ী ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে।
(৮) কুরআনের বিশেষ রীতি ও ভঙ্গিমার প্রমাণবাহী।
(৯) সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বে অপূর্ণতা ও ত্রুটির কালিমা যুক্তকারীদের জন্য এটি শানিত তরবারি।
(১০) হাযারাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)'র সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষক ।
(১১) সাধারণ মুসলমানদের জন্য উর্দূ পরিভাষার সদৃশ্য সহজ ও সংলাপপূর্ণ ভঙ্গিমায় সাবলীল তরজমা।
(১২) ওলামায়-মাশায়েখ, গুণী-পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতলান্ত সুবিস্তৃত সমুদ্রতুল্য।

যাইহোক এতটুকুই বুঝে নিন যে, কুরআন হাকিম সর্বশক্তিমান আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু)'র পবিত্র বাণী এবং 'কানযুল ঈমান' তার যথার্থ মুখপাত্র।

যেখানে আমি (লেখক) তাঁর রচনা সমগ্রের তাফসীরসমূহ গবেষণা করি, তখন দেখি রাযী ও গাযযালী (র.)'র কলম হতে প্রশংসার জয়ধ্বনি আসছে।

পরিশেষে, কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় পরিসরের সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো, যা তাঁর লেখনি হতে সংগৃহীত।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কপালের চিহ্ন

প্রশ্নকারী শুধু এতটুকু অনুসন্ধান করেছে যে, কতেক নামাযী অধিক নামায পড়ার কারণে নাক ও কপালে যে কালো দাগ হয় তার কারণে ঐ নামাযী কবরে ও হাশরে আল্লাহর রহমতের অংশীদার হবে কি না? যায়েদ বলেছে, যে ব্যক্তির অন্তরে হিংসার কালো দাগ থাকে সে অমঙ্গলে তার নাকে কপালে দাগ হয়ে যায়। যায়েদের এই উক্তি বাতিল কিনা?

এটার জবাবে আ'লা হযরত (র.)'র কলম চলল তো ৬পৃষ্ঠা মুফাসসিরের ভঙ্গিতে লিখেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, এই চিহ্নের সাথে সম্পর্কিত চারটি মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন এবং কুরআনের আয়াত سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ –'তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সাজদার চিহ্ন থেকে[২]' এমন মর্মার্থ উপস্থাপন করেছেন যে, বিবেক হতবাক হয়ে যায় এবং এর সাথে সাথে ঐসব সন্দেহসমূহের অপনোদন করেছেন, যা কপালের দাগ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ এর ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গটি 'সাওয়ানিহে আ'লা হযরত' গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা অধ্যয়নযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর সমূহের গবেষণার বরাতে সুসজ্জিত।

আয়াতে মিছাক

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ(٨١)

–এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলো সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে।' এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' এরশাদ করলেন, 'তবে

[২]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৯।

(তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।[৩]'

এই আয়াত থেকে হুযুর আকরাম ﷺ'র ব্যাপক ফযিলতের উপর বক্তব্য পেশ করেছেন। পরিশেষে (মহান আল্লাহর কৃপায় আমি বলছি) আবার এটাও দেখা যায় যে, উক্ত প্রসঙ্গটিকে পবিত্র কুরআন মাজীদের কিরূপ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। বরংবার তাগীদ দেয়া হয়েছে।

প্রথমত: আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী কোনো কাজ তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না যে, মহান রব নির্দেশ সূচকভাবে তাদের বলেছেন যে, যদি ঐ নবী তোমাদের কাছে আসেন তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে কিন্তু তার উপর যথেষ্ট করেননি বরং তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। এই অঙ্গীকার (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) –'আমি কি তোমাদের রব নই?' মহান রবের সাথে কৃত অঙ্গীকার-এর বিষয়টি এমনভাবে সংযুক্ত ছিল, যেভাবে কালিমায় لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ এর সাথে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ সংযুক্ত রয়েছে যেন প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর জন্য প্রথম আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো আল্লাহর রাবূবিয়াতের উপর আস্থা রাখা। আল্লাহর পরই সাথে সাথে পেয়ারা নবী মুহাম্মদ ﷺ'র রিসালাতের উপর ঈমান আনা।

দ্বিতীয়ত: ঐ চুক্তিকে لَامِ قَسَمٍ দ্বারা দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ –'তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে' যেভাবে নবাবগণ (রাজ্যের শাসক) বাদশাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়ে থাকেন। ইমাম সুবকী (র.) বলেন,

মাসআলা: বায়'আত এই আয়াত থেকে গৃহিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: নূনে তাকিদ (نُونِ تَاكِيد) বা দৃঢ়তাসূচক নূন।

চতুর্থত: তাও নূনে ছকিলাহ (نُونِ ثَقِيلَة) বা তশদীদ বিশিষ্ট দৃঢ়তা সূচক নূন এনে তাগিদ তথা দৃঢ়তাকে দ্বিগুণ করা হয়েছে।

[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৮১।

পঞ্চমত: এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দেখুন যে,সম্মানিত নবীগণ এখনো জবাব দিতে পারেননি, স্বয়ং আল্লাহই আগে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আআকরারতুম (أَأَقْرَرْتُمْ) তোমরা আমার এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছ? অর্থাৎ এর দ্বারা পূর্ণতা, দ্রুততা ও ধারাবাহিক অনুমোদন উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠত: এতটুকুতেও যথেষ্ট করেননি বরং বলেছেন, وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِي –'আমার শুধু স্বীকৃতিই নয়; বরং এটার উপর আমার গুরু দায়িত্ব বুঝে নাও'।

সপ্তমত: আলাইহি (عَلَيْهِ) অথবা আলা হাজা (عَلَى هٰذَا) এর স্থলে আলা যালিকুম (ذٰلِكُمْ) বলেছেন, ইঙ্গিতের পরেও মর্যাদা যাতে অটুট থাকে।

অষ্টমত: আরো উন্নতি হলো যে, ফাশহাদু (فَاشْهَدُوْا) তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও একজন অপরজনের উপর। যদিও (আল্লাহর পানা) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা পুতঃপবিত্র মহান ব্যক্তিদের জন্য যৌক্তিক ছিল না।

নবমত: পরিপূর্ণতা এটাই যে, শুধুমাত্র উনাদের সাক্ষ্যের উপর যথেষ্ট হয়নি, বরং ইরশাদ করেছেন, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ –'আর আমি নিজেও তোমাদের সাথে সাক্ষী হিসাবে রইলাম'।

দশমত: সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও চূড়ান্ত বিষয় এটাই যে, ঐ মহান দৃঢ়তাজ্ঞাপনের পর সুদৃষ্টির সাথে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের নিস্কলুষতা দান করার ঘোষনার পর অমান্যকারীদের প্রতি জোরালো ধমকও দেয়া হয়েছে যে,

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(٨٢)

–সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সেসব লোক ফাসিক্ব।[৪]

আর যে ব্যক্তি ঐ স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করবেন সে ফাসিক্ব (পাপাচারীতে) পরিণত হয়ে যাবেন। আল্লাহর এই আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, যা মহান রবের পক্ষ হতে গৃহীত হয়েছে যে, নিষ্পাপ ফেরেশতাগণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে,

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ(٢٩)

[৪]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৮২।

–তাদের মধ্যে কেউ বলে, 'আমি (আল্লাহ) ব্যতীত উপাস্য, তবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি এভাবেই যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

যে ব্যক্তি তাদের থেকে বলবে যে,আল্লাহর সমকক্ষ মা'বুদ আছে,তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। আমি এমনভাবে শাস্তি প্রদান করব। এখনো অপরাধীদের যেনো ইঙ্গিত করেছেন, যেভাবে আমাদের ঈমানের প্রথম অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)'র বিষয় রয়েছে, একইভাবে দ্বিতীয়াংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ) রয়েছে।

এটাকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে যে, আমি সমগ্র জগতের রব নৈকট্যধন্য ফেরেশতাকুলও আমার ইবাদত থেকে শির ফেরাতে পারে না আর আমার মাহবুবও হলেন সমগ্র জগতের রাসূল এবং অনুকরণীয় যে, নবী-রাসূলগণও তাঁর বায়আত ও সেবার গণ্ডিতে প্রবিষ্ট হয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আয়াতের বিশদ বর্ণনা তিনি অসংখ্য পৃষ্ঠায় করেছেন। ব্যাখ্যা তো করেছেন, আবার নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ এবং গবেষক (مُحَقِّقِيْن) আলেমগণের রচনাবলীর সারাংশের সমুদ্রের স্রোতধারা প্রবাহের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ অদৃশ্য জ্ঞান

আর এটা শুধুমাত্র আ'লা (র.)'র সৌভাগ্যই ছিল যে, যখন ধর্মের শত্রুরা নবুয়ত ও বেলায়তের পদমর্যাদায় হস্তক্ষেপ শুরু করলো তখন আ'লা হযরত (র.)'র কলম তরবারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

তিনি স্বীকৃত মাযহাব আহলে সুন্নাতের সমস্ত মাসআলাকে কুরআনি নীতিমালার আলোকে সাজানোর কেবল প্রচেষ্টা চালাননি; বরং বাস্তবতাকে দিবালোকের চেয়ে অধিক সমুজ্জল করেছেন, যেমন সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়টি। এটা বিরোধিদের মধ্যে আহলে সুন্নাতের সাথে বিরোধপূর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। আ'লা হযরত (র.)'কে যখন এ ব্যাপারে কথা বলতে হলো তখন তিনি জালালুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন ইমাম সুয়ূতী (র.)কেও সাথে নিলেন।

যেমন আ'লা হযরত (র.) সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীর ব্যাপারে লিখেছেন:

নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে পূর্বাপর সবকিছুর জ্ঞান দান করেছেন, প্রাশ্চাত্য হতে প্রাচ্য,

আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত সবকিছু দেখিয়েছেন। مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টির সাক্ষী বানিয়েছেন। প্রথম দিন হতে শেষ দিবস অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ –'যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে' সে সম্পর্কে তাঁকে অভিহিত করেছেন। উল্লেখিত বস্তুসমূহ থেকে কোনো অনুপরিমাণ বস্তুও হুযুর (ﷺ)'র জ্ঞান-সীমার বাইরে রাখেননি।

হাবীবে আকরাম (ﷺ)-এর জ্ঞান আল্লাহর দানক্রমে সবকিছু পরিবেষ্টনকারী হয়েছে। কেবল সংক্ষিপ্তভাবে নয় বরং প্রত্যেক ছোট ও বড়, ভূ-পৃষ্ঠে যে পাতাটি ঝরে পড়ে, যে বীজটি কোথাও পড়ে রয়েছে, সবকিছু বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا –'আল্লাহর অসংখ্য প্রশংসা। তাও আবার কখনো হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)'র সম্পূর্ণ ইলম নয়, বরং হুযুর আকরাম (ﷺ)'র জ্ঞানের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র জ্ঞানের বেষ্টনিতে হাজারো দ্বার দিয়ে সীমা ও কূলহীন সমুদ্র তরঙ্গায়িত রয়েছে। যেগুলোর গতি-প্রকৃতি তিনি জানেন আর তাঁকে প্রদানকারী মহান মালিক ও মুনিব আল্লাহ তা'আলা তো জানেনই। হাদীসে পাকের গ্রন্থসমূহে, পূর্ববর্তী আলেমগণের রচনাবলিতেও, হাদীস শরীফে ওটার প্রমাণাদি সম্পর্কে অনেক ব্যাপক বিবরণ এবং প্রচুর প্রমাণ এসেছে। অতঃপর, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের মাসআলাটি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে প্রমাণ করে পরিশেষে أُصُوْلُ قُرْآنِيْ বা কুরআনি নীতিমালায় আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন–

আ'লা হযরত (র.)'র উদ্ধৃতি

উসূল শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, নাকরাহ্ (نكره) নফী (نَفْيْ)'র ক্ষেত্রে ব্যাপকতার উপকারিতা প্রদান করে এবং 'কুল্লুন' (كُلّ) শব্দটি এমন ব্যাপক (عَامْ) যে, কখনো খাছ (خَاصْ) নির্দিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হয় না এবং ব্যাপকতার উপকার ইসতিগরাক (اِسْتِغْرَاقْ) পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কত'ঈ (قَطْعِيْ) বা অকাট্য হয় এবং নছসমূহ (نُصُوْصْ) সর্বদা জাহের (ظَاهِرْ) (প্রকাশ্যদিক)-এর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে, যা শরীয়তের দলীলকে তাখছিছ (تَخْصِيْصْ) বা নির্দিষ্ট করা ও তাবিল (تَأْوِيْلْ) বা ভিন্ন ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেয় না। অন্যথায় শরীয়ত

থেকে মর্যাদা উঠে যাবে; হাদীসে আহাদ (حَدِيْثِ أَحَادْ) যত সহীহ হোক না কেন, কুরআনের ব্যাপকতায় এটা রহিত হবে।

আর খবরসমূহের (أَخْبَارْ) রহিতকরণ গ্রহণযোগ্য হওয়া অসম্ভব এবং তাখছিছ-ই আক্বলি (تَخْصِيْصِ عَقْلِيْ) বা ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যাপকতাকে অকাট্যতা হতে সরিয়ে দেয় না, না এর ভিত্তিতে কারো ধারণপ্রসূত নির্দিষ্টকরণ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা যে, কিতাবের স্পষ্ট অকাট্য উদ্ধৃতি হতে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, আমাদের প্রিয় নবী হুযুর ছাহেবে কুরআন (ﷺ)কে মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির যা কিছু হয়েছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে, লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ সামগ্রিক বিষয়াদির ইলম (علم) দান করেছেন এবং পূর্ব-পশ্চিম, আসমান-যমীনের বর্ণনা, তলদেশের (ভূ-মণ্ডল-নাভোমণ্ডল) মর্ত্যবাসীদের অনুপরিমাণও তাঁর ইলমের বাইরে নেই।

যা কিছু আ'লা হযরত (র.) উসূলে তাফসীর-এর রীতি-নীতির উপর তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, ঐ মূলনীতি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) শতশত বছর পূর্বে বর্ণনা করে গেছেন। যেমন-ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (র.) বলেন,

العام يستغرق الصالح من غير حصرو صيغة كل مبتداة وما
والمعروف بال واسم الجنس ا لمضاف والنكرة في سياق العفي
..... العام الباقي في عمومه من خاص القرآن ما كان مخصصا
لعموم السنة وهو عزيز قال اين الحصار انما يرجع في النسخ إلي
نقل صريح عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وآله وسلم وعن
أصحابي يقول آية كذا نسخت كذا قال وحكم به عند وجود
التعارض المقطوع به سع علم التاريخ يعرف التقدم والمتاخر قال
ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لان النسخ يتضمن دفع حكم واثبات حكم تقرر في عهده صلي الله تعالي عليه وآله وسلم المعتمد فيه النقل والتاريخ دون الراي الاجتهاد قال والناس في هذا بين طرفي نقيض فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار الاحاد العدول ومن ..... يكتفي فيه بقول مفسر او مجتهد والصواب خلاف قولهما .... اذا سيق العام للمدح الذم فهل هو باق علي عمومه فيه مذاهب احدها نعم اذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم بين المدح والذم ... الخ.

তাফসীর শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্তসমূহ

পরিপূর্ণরূপে তো নয়; বরং তাফসীরের ভঙ্গিতে আয়াতের উপমা আমি অধম (লেখক) এখানে উপস্থাপন করছি–

(১) ফতোয়ায়ে আফ্রিকায় ১৭ নং প্রশ্নে প্রশ্নকারী আব্দুল মোস্তফা নাম রাখা সম্পর্কিত প্রশ্ন লিখেছে রাখার বৈধতার ব্যাপারে আয়াত– وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বিধবাকে বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে উপযুক্তদেরকে এ আয়াত থেকে দলীল পেশ করেছেন।[৫] এরপর তাফসীরুল কুরআন বিল হাদীস (تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْحَدِيْثِ) তথা 'হাদীস দ্বারা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা' নিয়মানুসারে আয়াতের তাফসীর এবং তার বিষয়কে বরকতমণ্ডিত হাদীসে পাক সমূহের অনেক সূত্র দ্বারা শোভামণ্ডিত করেছেন। আবার এরপর তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) তথা 'কুরআন দ্বারা পবিত্র

[৫]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৩২।

কুরআনের ব্যাখ্যা' যা তাফসীরের সর্বোচ্চ স্তর উল্লেখিত আয়াতে করীমার জন্য,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(৩৯:৫৩)

অর্থ: আপনি বলুন, 'হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৬]

উক্ত আয়াত হতে প্রমাণ করেন। তার প্রমাণ ও দলীলের উপর আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.)'র 'তাফসীরে কবীর' (تَفْسِيْر كَبِيْر)কে সামনে রাখবে। তখন এ দৃঢ় আস্থা অর্জিত হয়ে যাবে যে, আ'লা হযরত (র.) প্রামাণ্য দলীল অনুসন্ধানে ইমাম রাযী (র.)'র ব্যাখ্যাই।

(২) ফতোয়ায়ে আফ্রিকার ১৯ নং জিজ্ঞাসায় এ প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কতিপয় রচনাবলিতে ইসলামের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কেন তার খোদা তায়ালার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই? যখন আপনি অন্যদের কে তোমাদের খোদা শব্দে স্মরণ করেন।

আ'লা হযরত (র.) শুধু মাত্র এই একটি ছোট্ট প্রশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে দশটি আয়াত ও দশটি হাদীসে পাক দ্বারা জবাব প্রদান পূর্বক কৃপা প্রদর্শন করেছেন।

(৩) এই ফতোয়ায়ে আফ্রিকায় বদ মাযহাব সমূহের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে ডজনকয়েক আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপনের পর অসংখ্য হাদীসে মুবারাকা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেন।

(৪) ফতোয়ায়ে আফ্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় আয়াতে ওসীলার বর্ণনা বিস্তারিত ও বিশদভাবে উপস্থাপন করেন যে, যাতে ওসীলার বিষয়ে সকল হতভাগাদের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, আবার এটার উপর পূর্ববর্তী সালেহীন বা পূণ্যাত্মাগণের অমীয় বাণী দ্বারা অসংখ্য পৃষ্ঠায় পীর-মুরিদীর সমস্ত

[৬]. আল কুরআন : সূরা যুমার, ৩৯:৫৩।

শ্রেণিবিন্যাস সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে সত্যিকার ও পীর-ফকিরদের পরিচয় চমৎকারভাবে তুলে ধরেন এবং ভন্ডপীরদের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন, যা পূর্ববর্তী পুন্যাত্মাদের গ্রন্থাবলীর কোথাও একত্রে এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে পূর্ণতা এটাই যে, শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপর কিতাবের অসংখ্য পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) কে সমালোচকগণ নিষ্কৃতি দেয়নি এটা বলে যে, ইমাম রাযী (র.) বর্ণিত আয়াতের উপর তাঁর রচনাকে বিস্তৃত করেছেন, যে কারণে তাফসীর শাস্ত্রের ধরণ আয়াতের বাইরে নির্গমন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মহান ইমামের রচনা এমনই (উপভোগ্য) সুশোভিত যে, যতটুকু বিস্তৃত হয়েছে, ততটুকু তাফসীর শাস্ত্রকে আলোকিত করেছে। যদি ঐ সমালোচকগণ আমাদের মহান ইমামের রচনাবলী অবলোকন করতো তাহলে ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র কলমকে চুম্বন করতো।

(৫) বেশিরভাগ মুফাসসিরগণ অনুলিপি লেখক বা নকলকারী ছিলেন। অনুসন্ধানকারীর হিসেব করলে মাত্র কয়েকজন পাওয়া যাবে। কিন্তু আ'লা হযরত (র.)'র অদৃশ্য সাহায্য নছিব হয়েছিল যে, আয়াতের তাফসীরে নির্ভরযোগ্য অনুলিপি লিখনের সাথে সাথে বরকত মণ্ডিত হাদীস সমূহ হতে যখন অনুসন্ধান চালিয়েছেন তখন স্রোতধারা প্রবাহিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ –'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন পিতা-মাতার'[৭]-এর ব্যাখ্যায় 'হুকুকুল আওলাদ আলাল ওয়ালাদ' (حُقُوْقُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْوَالِدِ) তথা 'পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার; বিষয়ে ৮০টি অধিকারের বর্ণনা, যার সবগুলো আয়াতের তাফসীরের সাথে সম্পর্কিত এবং বরকতমণ্ডিত হাদীসে পাক হতে উৎসারিত। এমন রচনাশৈলীর উপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তক 'মাশ'আলাতুল ইরশাদ' (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَادِ) নামে রচনা করা হয়েছে।

এটা ছাড়াও আরো ডজনকয়েক আলোচনা আয়াতের তাফসীরে নিয়েছেন যেটা পড়ার পর বিশ্বাস আসবে যে,আ'লা হযরত (র.)'র তাফসীর শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অতুলনীয়।

৭. আল কুরআন : সূরা লোকমান, ৩১:১৪।

(৬) সংক্ষিপ্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরগণের সর্বদা মতানৈক্য চলে আসছে। কিন্তু মুফাসসিরগণের রীতি হচ্ছে, আপন নীতি ও অবস্থানকে প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করতে প্রচুর সময় ব্যয় করে আরো অতিরিক্ত সময়ের পর ডজনকয়েক প্রমাণাদি স্থির করেছেন। কিন্তু আ'লা হযরত (র.)'র পদ্ধতি বিরল যে, যখন তিনি তাঁর নীতি ও অবস্থানের স্পষ্টতা তুলে ধরতেন তখন প্রমাণাদি ও দলীলসমূহ উল্লেখপূর্বক লেখনি উপস্থাপন করতেন। উদাহরণস্বরূপ 'তাজল্লীউল ইয়াকীন' (تَجَلِّيُ الْيَقِيْنِ) গ্রন্থটি তার অতুলনীয় লেখনিতে সমৃদ্ধ এক জীবন্ত দলীল যে, অস্বীকারকারীরা যখন আক্বায়ে কওনাইন, মাওলায়ে ছাক্বলাইন, হাদীয়ে সুবুল, সায়্যিদুল মুরসালিন (ﷺ)'র শ্রেষ্ঠত্বের উপর অস্বীকৃতি জানালো তখন ডজনকযেক কুরআন পাকের আয়াত ও তার সাথে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ তাফসীর উল্লেখপূর্বক অসংখ্য ডজনকয়েক বিশুদ্ধ হাদীস ও পূর্ববর্তী পূণ্যাত্মাদের গ্রন্থাবলল হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

এই গ্রন্থের উপর আ'লা হযরত (র.)'র এই উপহার মিলেছে যে, তিনি হাবীবে কিবরিয়া (ﷺ)'র যিয়ারতের সুসংবাদ লাভে ধন্য হয়েছেন, যেটার বর্ণনা ইমামে আহলে সুন্নাত 'তাজল্লীউল ইয়াকীন' (تَجَلِّيُ الْيَقِيْنِ) গ্রন্থের শেষের দিকে নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন।

(৭) শুধুমাত্র একটি আয়াতে পাকের উপর শতাধি পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যা এক স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থে উন্নীত হয়েছে। এতে তাফসীর সমূহের উল্লেখ করা ছাড়াও তার উদ্ভাবনের সাথে উসূলে তাফসীর থেকে বিষয়াদির দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা উপস্থাপন করেছেন। যেমন আয়াতে মুমতাহানার তাফসীরে 'আল-হুজ্জাতুল মু'তামিনা' (اَلْحُجَّةُ الْمُؤْتَمِنَةُ) অধ্যায়ন উপযোগী গ্রন্থ।

(৮) বিরোধপূর্ণ মাসআলার উপর তাফসীর লিখতে গিয়ে তো তাফসীরসমূহ উল্লেখপূর্বক স্তুপ করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ –'ঐ পশু, যা জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।'[৮]-এর ব্যাপক ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের উদ্ধৃতিতে

৮. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৩।

লিখেছেন। 'হায়াতে আ'লা হযরত' গ্রন্থে ৩৬টি তাফসীরের ভাষ্য উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন, এতদব্যতিত আরো রয়েছে।

(৯) তাফসীরে 'কুরআনী সূক্ষ্মবিষয়সমূহ' উপস্থাপন করেছেন, তো স্বয়ং মুফাসসিরগণ আশ্চর্য হয়েছেন।মালফুযাতে শরীফ ৪র্থ খণ্ডে ইরশাদ করেন, সাত আসমান, সাত জমীন দুনিয়াতে বিদ্যমান এবং এরপরে সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ-কুরসি এবং ইহলৌকিক জীবন দৃশ্যমান এবং পারলৌকিক জীবন অদৃশ্যমান। অদৃশ্যের বিষয়াদির চাবিকুঞ্জকে 'মাফাতিহ' (مَفَاتِيْحٌ) এবং প্রত্যক্ষদর্শীয় বিষয়াদির চাবিকাঠিকে 'মাকালিদ' (مَقَالِيْدٌ) বলা হয়।

কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.

অর্থ: এবং তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ, যেগুলো একমাত্র তিনিই জানেন।[৯]

এবং অন্য কায়দায় মহান রবের ঘোষণা হলো,

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: তাঁরই নিকট আসমানসমূহ এবং যমীনের চাবিসমূহ।[১০]

'মাফাতিহ' (مَفَاتِيْحٌ) এর প্রথম অক্ষর মীম (ميم) ও শেষাক্ষর হা (حاء) এবং মাকালিদ এর প্রথম হরফ মীম (ميم) ও শেষাক্ষর দাল (دال)'র সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে পবিত্র নামখানা প্রকাশ পেল অর্থাৎ মুহাম্মদ (محمد) (ﷺ)। এর দ্বারা ওই থেকে ঐ দিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, অদৃশ্যমান কিংবা দৃশ্যমান বিষয়াদির মালিকানা ও কর্তৃত্ব সবকিছু তাঁকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কোনো কিছু তাঁর হুকুমের বাইরে নয়।

دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں
کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہاں نہیں

[৯]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:৫৯।
[১০]. আল কুরআন : সূরা শূরা, ৪২:১২।

–দু'ভুবনেরই কী না পাবে হিত,আশা না পুরোয় কি, বুঝি অতীত
বলো কি আছে যা হেথা নেই, তবে, 'নাই' শব্দটি শুধু নাই হেথায়।

কিংবা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'মাফাতিহ' (مَفَاتِيْحٌ) ও 'মাকালিদ' (مَقَالِيْدٌ) 'গায়েব' (غَيْبٌ) ও 'শাহাদাত' (شَهَادَةٌ) এর কক্ষের গোপনীয়তায় তালাবদ্ধ ছিল। 'মাফাতিহে মিকলাদ' (مَفَاتِيْحُ مِقْلَادٍ), যার মাধ্যমে এর তালা খোলা হয়েছে এবং প্রকাশ্যের জগতে আনা হয়েছে। ঐ মহান সত্তা হলেন, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ), যদি তিনি আগমন না করতেন, তো সব কিছু তাঁর নিকট তালাবদ্ধ কক্ষে অস্তিত্বহীনভাবে গোপন থাকত।

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

না ছিল কিছুই ছিল না যখন,না হলে তুমি, হতো না ভুবন।
প্রাণ তুমি তো এই জাহানের, প্রাণ হলেই তো হয় এ জাহান ॥

(১০) আ'লা হযরত (র.)'র তাফসীর শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য ও স্বকীয়তা হলো যে, কুরআন পাকের প্রত্যক্ষ বিরোধিদের জবাব দান যেমন-এক রাফেযী বলল, إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ '–নিশ্চয়, আমি অপরাধীদের থেকে বদলা নিয়ে থাকি।'[১১]-এর আবজাদী সংখ্যা ২০২ এবং এই সংখ্যা হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র (নাউযুবিল্লাহ) আ'লা হযরত (র.) এটা শুনে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক অনেক প্রত্যুত্তর উপস্থাপন করেন। ওই জবাবগুলো একটু শুনুন:

রাফেযীদের (তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত) প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সংশয়পূর্ণ ও আদ্যপান্তহীন।

প্রথমত: প্রত্যেক 'আযাব সংক্রান্ত আয়াত'-এর আবজাদী সংখ্যা পূন্যবানদের নামসমূহের সংখ্যা অনুযায়ী করা হলো এবং প্রত্যেকটি ছাওয়াব সংক্রান্ত আয়াতে কাফেরদের নামসমূহ অনুরূপ যে, নামসমূহের মধ্যে ব্যাপকতা ও

[১১]. আল কুরআন : সূরা সাজদাহ, ৩২:২২।

বিস্তৃতি বিদ্যমান। রাফেযীগণ আয়াতে করীমাকে এদিকে ঘুরিয়েছে আর কোন নাসীবি ওই দিকে ঘুরাবে, অধিকন্তু উভয় দলই (রাফেযী ও নাসীবি) অভিশপ্ত। আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণী (রা.)'র পবিত্র নামে "আলিফ" (الف) লিখা হয় না, তাহলে এতে সমষ্টিগত সংখ্যা ১২০১ হবে আর না ১২০২ হবে।

(১) হ্যাঁ, হে রাফেযী! বারোশত দুই (১২০২) সংখ্যাটি হয় ইবনে সাবা রাফেজীর নামের সংখ্যা তাত্ত্বিক সমষ্টি।

(২) হে রাফেযীগণ! বারোশত সংখ্যাটি এদেরই যে, ইবলিশ, ইয়াযিদ, ইবনে জিয়াদ, শয়তান 'আত-তাক কালীনী বাবুয়া কমী তূসী হালী (الطاق كليني بابويا قمي طوسي حلي)।

(৩) হ্যাঁ, হে রাফেযী! আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ '–নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আপন দ্বীনের মধ্যে পৃথক পৃথক রাস্তা বের করছে এবং কয়েক দলে বিভক্ত হয়েছে, (হে মাহবুব!) তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।[১২] এই আয়াতের সংখ্যা তাত্ত্বিক সমষ্টি হয় ২৮২৮ এবং এই সংখ্যা হলো রাফিযী, ইছনা আশারিয়া শয়তানিয়া ইসমাঈলিয়া-এর এবং যদি নিজদের ন্যায় ইসমাঈলিয়াতে হাজার চাও তাহলে এ সংখ্যা হবে روافضي اثناء عشرية نصيرية واسماعيليه এর।

(৪) হ্যাঁ, হে রাফেযী! আরো কথা আছে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ '–তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর।[১৩] এটার সংখ্যা হয় ৬৪৪ এবং এই সংখ্যা হয় شيطان الطاق طوسي حلي এর।

(৫) এটুকু নয় আরো আছে, হে রাফেযী! আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ '–তারাই হচ্ছে পূর্ণ সত্যবাদী এবং অন্যান্যদের উপর স্বাক্ষী আপন প্রতিপালকের নিকট। তাদের জন্য

[১২]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১৫৯।
[১৩]. আল কুরআন : সূরা রা'আদ, ১৩:২৫।

রয়েছে তাদের পুরষ্কার।'[১৪] এবং এই সংখ্যা হলো আবু বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যুবাইর, সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহুমের।

(৭) আরো আছে, হে রাফেযীগণ! বরং মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ.

–এবং তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারাই হচ্ছে পূর্ণ সত্যবাদী এবং অন্যান্যদের উপর সাক্ষী আপন প্রতিপালকের নিকট। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের আলো।[১৫]

আর এই আয়াতের সমষ্টি হলো ছিদ্দিক (صديق), ফারুক (فاروق), যুন্-নুরাইন (ذو النورين), আলী (علي), তালহা (طلحة), যুবাইর (زبير), সা'ঈদ (سعيد), আবু উবায়দা (ابو عبيدة), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (عبد الرحمان ابن عوف)।

পরিশেষে বলেন, মহান আল্লাহরই প্রশংসা আয়াতে করীমা সকল অংশ পূর্ণতাজ্ঞাপক ও প্রশংসাপূর্ণ হয়েছে। এবং আশারা-ই মুবাশ্শিরা (রা.)'র পবিত্র নামসমূহ এসে গেছে, যাতে মূলত: বানোয়াট ও কৃত্রিমতার কোনো অনুপ্রবেশ নেই। কয়েকদিন ধরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করছি। এই সমস্ত 'আয়াতে আযাব' বা শাস্তি বিষয়ক আয়াতসমূহ অনিষ্টকারীদের নামসমূহ আর প্রশংসার অধিকারী ও মনোনীতদের নামসমূহ 'আসমায়ে আশরার' সংখ্যা যথার্থভাবে কল্পনা অনুযায়ী করেছেন, যাতে কেবল কয়েকদিন ব্যয় হয়েছে। যদি স্বতন্ত্র লিখনির মাধ্যমে প্রণয়ন করে তা প্রবাহিত করতেন তখন তো সামঞ্জস্যতার উদ্যান দৃষ্ট হতো।

আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে এটুকুই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বাধিক অবগত আছেন।

[অধম ইমাম আহমদ রেযা (র.) তার ক্ষমা হোক।]

[১৪]. আল কুরআন : সূরা হাদীদ, ৫৭:১৯।
[১৫]. আল কুরআন : সূরা হাদীদ, ৫৭:১৯।

এই ফতোয়া বর্ণনা করে ফতোয়া জিজ্ঞেসকারী লিপিবদ্ধ করেছেন, শিয়া-রাফেযীর মা-শাআল্লাহ আল্লাহ চাহে তো কেবল ওয়ালিমা বা বৈবাহিক ভোজ হয়নি; বরং তাদের কিমা বা মাংস ছেদন হয়েছে। এ প্রভাবময় জীবনের সীমানা নেই (অধম) ওয়াইসী এই আ'লা হযরত, আজীমুল বরকাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ইমাম আহমদ রেযা (র.)'র এ কারামত স্বচক্ষে অধ্যায়ন করেছি যে, তিনি কয়েকটি মুহূর্তে ঐ সকল আয়াতে পাক ও রচনা অনুযায়ী সমৃদ্ধ ভাষায় ও স্বর্গীয় বাণীর ভাষ্যে উপস্থাপন করেছেন। এটা রাত্রিকালীন সময় ছিল,প্রায় অর্ধরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছিল।

আল্লাহর শপথ! পূণ্যবান ও পাপিষ্ঠদের নামসমূহ নিশ্চিন্তে ও নি:সংশয়তার সাথে উপস্থাপন করেছেন যে, অধম (লেখক) এটা ছাড়াও তার আরো কিছু আছে, যার অনুমান করা যায় না,এটা আ'লা হযরত (র.)'র অলৌকিকত্যের বহিঃপ্রকাশ। মহান প্রভুর পক্ষ হতে ভাব-দ্যোতনা ও চিন্তার মাধ্যমে স্বর্গীয় বানী ছিল।

[সূত্র: হায়াতে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫০]

এটা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত অতঃপর মহান আল্লাহ দরুদ অবতীর্ণ করুন তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলগণের সরদারের উপর ,তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর,তাঁর সঙ্গীগণের উপর ও সকলের উপর। পরিশেষে আমাদের আহবান যে, সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ১৯ শে সফর,১৪০৩ হিজরি,ভাওয়ালপুর,পাকিস্তান।

অধম (লেখক) কাদেরী আবু সালেহ মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী রযভী (তাঁর ক্ষমা হোক)।

সমাপ্ত

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আমাদের প্রকাশনা

আ'লা হযরত ও কানযুল ঈমান	- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
ইমাম আহমদ রেযা : জীবন ও অবদান	- অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
আ'লা হযরতের শিক্ষা নীতি	- অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
মাযহাব অনুসরণ ও বিভ্রান্তির নিরসন	- অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভি
শামে কারবালা	- হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
কালামে রেযা	- হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
বান্দার হক ও গুরুত্ব	- মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রাসূল (দ.	
অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য	- মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
শাফায়াতে মোস্তফা (দ.)	- মাওলানা মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন রিজভি
ইমাম আহমদ রেযা (র.) :	
এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব	- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
আ'লা হযরত সেমিনার পত্র	- ২০১৫ইং
আল্ মুখতার (আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মারক)	- ২০টি, (বর্ষ : ১৯৯৭ইং-২০১৮ইং)

A'LA HAZRAT FOUNDATION BANGLADESH

2nd Floor, Al-Fateh Shopping Centre
182, Anderkilla, Chittagong, Bangladesh.
Cell : 01554-357218, 01819-377146, 01711-169360
e-mail : aalahazratfoundationbd@gmail.com
web : www.aalahazratfoundationbd.org